১১

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ ... 13 JUL 1997 ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৭ ......

প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ ঃ আগস্টের প্রথম সপ্তাহে প্রত্যাবর্তন

হামবুর্গ-এ 'বয়স্ক শিক্ষা' সম্মেলনে যোগদান ও মিয়ামীতে সন্তানসম্ভবা কন্যার পাশে অবস্থান

সাইফুল আলম ।। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা প্রথমবারের মতো একটানা অন্ততঃ ২০ দিন দেশের বহিরে অবস্থানের উদ্দেশে গত রাতে ঢাকা ত্যাগ করেছেন। আগামী মাসের প্রথম সপ্তাহে তিনি দেশে ফিরে আসবেন বলে আশা করা যাচ্ছে।

জার্মানীর হামবুর্গ-এ কাল থেকে পাঁচ দিনব্যাপী 'বয়স্ক শিক্ষা' সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সম্মেলন শুরু হবে। প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এই সম্মেলনে মূল বক্তা হিসেবে আমন্ত্রিত। তিনি জার্মানীর প্রেসিডেন্টের সঙ্গে একই সঙ্গে সম্মেলনের উদ্বোধন করবেন। এই সম্মেলনে যোগদানের জন্য প্রধানমন্ত্রী গত রাতে জার্মানীর উদ্দেশে ঢাকা ত্যাগ করেন।

সম্মেলনে বিশ্বকে নিরক্ষরতা অভিশাপমুক্ত করার লক্ষ্যে ভবিষ্যৎ কর্মপরিকল্পনা প্রণয়ন ছাড়াও 'হামবুর্গ ঘোষণা' করা হবে।

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জার্মানীর প্রেসিডেন্ট, স্পীকারের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন। তিনি তাঁর সম্মানে দেয়া হামবুর্গ মেয়রের সংবর্ধনা সভায় যোগদান করবেন।

বাংলাদেশ প্রতিনিধি দলের সদস্য হিসেবে শিক্ষামন্ত্রী এইচ কে সাদেক, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক উপমন্ত্রী জিন্নাতুন্নেসা তালুকদার, প্রাথমিক ও গণশিক্ষা বিষয়ক সচিব ডঃ শাহাদৎ হোসেন প্রমুখ যোগদান করবেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৫ জুলাই আমেরিকার উদ্দেশে জার্মানী ত্যাগ করবেন। তিনি মিয়ামীতে বসবাসরত তাঁর কন্যা সায়মা ওয়াজেদ পুতুলের কাছে অবস্থান করবেন। পুতুল সন্তানসম্ভবা। পরিবারিক সূত্র মতে, চিকিৎসকরা জানিয়েছে, আগামী ২৮ জুলাই পুতুল মা হবেন। চিকিৎসকদের ধারণা, তিনি কন্যা সন্তানের জননী হবেন। সূত্র জানায়,

২-এর পৃঃ ৮-এর কঃ দেখুন

প্রধানমন্ত্রীর ঢাকা ত্যাগ

প্রথম পৃষ্ঠার পর

প্রধানমন্ত্রীর দু'একজন নিকটাত্মীয় ইতিমধ্যে মিয়ামীতে গিয়ে পৌঁছেছেন।

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আমেরিকা অবস্থানকালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে পূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন। ঢাকা থেকে প্রধানমন্ত্রীর মুখ্য সচিব প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ রাখবেন। সিনিয়র মন্ত্রী, পররাষ্ট্রমন্ত্রী জনাব আবদুস সামাদ আজাদ ঢাকার প্রধানমন্ত্রীর কার্যক্রমের দৈনন্দিন রুটিন কাজ দেখবেন।

সূত্র জানায়, প্রধনমন্ত্রী শেখ হাসিনা ছুটি নিয়ে আমেরিকায় অবস্থানের চিন্তা-ভাবনা করেছিলেন। কিন্তু সাংবিধানিকভাবে এরকম কোন বিধান বা প্রচলিত রীতি না থাকায় প্রধানমন্ত্রী হিসেবেই তিনি আমেরিকা অবস্থান করবেন। সংবিধানে উপপ্রধানমন্ত্রী বা ভারপ্রাপ্ত প্রধানমন্ত্রীরও কোন বিধান নেই। ফলে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শেখ হাসিনা আমেরিকা থেকে দায়িত্ব পালন করবেন।

এদিকে প্রধানমন্ত্রী বিদেশে অবস্থানকালে ক্ষমতাসীন দল আওয়ামী লীগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি হিসেবে দলীয় সভাপতিমণ্ডলীর সদস্য আমির হোসেন আমু দায়িত্ব পালন করবেন। দলের কেন্দ্রীয় নেতারা ১৬টি টিমে বিভক্ত হয়ে চলতি মাসের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে দেশব্যাপী ব্যাপক সাংগঠনিক সফরে বের হবেন। এই পর্বে সাংগঠনিক কার্যক্রম ছাড়াও সভা সমাবেশ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সরকারের এক বছরের সাফল্য ও বিরোধী দলের বিভিন্ন অভিযোগের জবাব জনগণের সামনে তুলে ধরা হবে।